সমৃদ্ধি বার্তা

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন(পিকেএসএফ) এর সহায়তায় ও কোস্ট ফাউন্ডেশন পরিচালিত কুতুবদিয়া উপজেলার উত্তর ধূরুং ইউনিয়নে **সমৃদ্ধি** (ENRICH) কর্মসূচির মাসিক প্রকাশনা।

৮ম বর্ষ, ৮০ তম সংখ্যা এপ্রিল'২০২৩

সমৃদ্ধি বাড়ীর মাধ্যমে সফল্যের স্বপ্ন দেখছে জিন্নাত আরা বেগম

সাগরদ্বীপ উপজেলা কুতুবদিয়া উত্তর ধুরং ইউনিয়নে পল্লী র্কম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় কোস্ট ফাউন্ডেশন এর বাস্তবায়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে উত্তর ধুরং ইউনিয়নের ৫০ টি বাড়ি সমৃদ্ধি করা হয়। উক্ত ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের আকবর বলী পাড়া গ্রামে এ রকম ১টি বাড়ির মালিকের নাম জিন্নাত আর বেগম। তার স্বামী আবদুল খালেক, তাদের কোন সন্তান নেই ১ ভাই ও ২ বোন নিয়ে মোট পরিবারের সদস্য ৬ জন- কিন্তু তাদের বাড়ীর একমাত্র আয়ের উৎস ছিলো স্বামী আবদুল খালেক, কারণ তার ১ ভাই ও ২ বোন পড়া লেখা চলমান রয়েছে এর আয়ের উৎস তিনি সাগরে মাছ মারতে যায় এবং লবণের মাঠের সময় লবণের মাঠ করে টাকা আয় করে। তারপরও একজনের আয়ের উপর সবার পড়া লেখার খরচ, চিকিৎসার খরচ, খাওয়া দাওয়াসহ সকল প্রকার খরচ বহন করতে হিমশিম খেয়ে যেতো। একদিন তাদের পাশের বাড়ীতে কাজ করতে গিয়ে- তাদের পরিবারের সমস্যা জানালে, তাদের বাড়িটি ২০১৭ সালে কোস্ট ফাউন্ডেশন কতৃর্ক সমৃদ্ধি বাড়ির তালিকাভুক্ত করা হয় আবদুল খালেক এর নামে। সে সময়ে তার বাড়িতে কিছু হাঁস মুরগী লালন পালন করতো। গরু, ছাগল, কবুতর, শাকসবজি, ফলজ গাছ, পুকুরে মাছ চাষ, ঔষধী গাছ তেমন কিছুই ছিল না। সমৃদ্ধি বাড়ি তালিকাভুক্ত করার পর উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তার পরামর্শে কবুতর, স্ববজি চাষ, পুকুরে মাছ চাষসহ, সমৃদ্ধি বাড়ীতে ফলজ গাছের চারা রোপন করে সঠিক পর্যাবেক্ষণ করতে থাকেন। বর্তমানে তার বাড়িতে ৩ জোড়া কবুতর, পুকুরে মাছ, বাড়ির আঙ্গিনায় স্ববজি চাষ এবং বাড়িতে ফলজ চারায় ভরপুর। মৌসুম ভিত্তিক ফলজ গাছ থেকে অনেক ফলমূল পাচ্ছেন। তিনি প্রতি মাসে মৌসুমী ফল, মাছ, শাক স্ববজি বিক্রি করে ৩ থেকে ৪ হাজার টাকা বাড়তি আয় করেন জিন্নাত আরা বেগম।

ছবি সংগ্রহে: মো: দিদারুল ইসলাম-২৭/০৩/২০২৩ ইং

তাছাড়া তিনি আমাদের মাধ্যমে কোস্ট ফাউন্ডেশন ধূরুং শাখা হতে ইনকাম জেনারেশন একটিভিটি খ্যাত থেকে ৮০ হাজার টাকা ঋন গ্রহন করেন, উক্ত টাকা দিয়ে তিনি লবণের মাঠ নেওয়ার কাজে ব্যবহার করেন। আবদুল খালেক এর স্ত্রী জিন্নাত আরা বেগম মৌসুম ভিত্তিক ফল, কবুতর, হাস মুরগী, পুকুরে মাছ চাষ থেকে বাড়তি আয়ে তার পরিবারের অনেক খরচ স্ত্রী জিন্নাত আরা বেগম নিজে বহন করতে পারছে। তাদের পরিবার জানান অতিরিক্ত আয় তাদের পরিবারের সদস্যদের লেখা পড়ার খরচ বহন করতে সহায়ক হিসাবে ভুমিকা রাখছে। তাছাড়া তার পরিবারের ভিটামিন ও সুষম খাদ্যের ভাল যোগান ও হচ্ছে। সব মিলিয়ে খুব ভালই দিন যাচ্ছে আবদুল খালেক এর পরিবারের। সর্বশেষ তাদের পরিবার ও আবদুল খালেক নিজে কোস্ট ফাউন্ডেশনের উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মর্কতা- জনাব, ফরিদ উদ্দিনকে সহ কোস্ট পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

স্যাটেলাইট হতে চিকিৎসা সেবা নিয়ে সুস্থ নবজাতক শিশু আলিশা

সাগরদ্বীপ উপজেলা কুতুবদিয়া উত্তর ধুরং ইউনিয়নে পল্লী র্কম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় কোস্ট ফাউন্ডেশন এর বাস্তবায়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়িত ১নং উত্তর ধূরুং ইউনিয়নের জহির আলী সিকদার পাড়া গ্রামের ৪নং ওয়ার্ডে রুমা আকতারের কুলে জন্মগ্রহন করেন নবজাতক শিশু আলিশা বয়স মাত্র ২ মাস চলমান। তাহার পিতার মোহাম্মদ মনু মিয়া- তাহার পিতা/মাতা ভাইবোন সহ পরিবারের মোট ৮জন সদস্য। তাদের পরিবারে একমাত্র আয়ের উৎস মোহাম্মদ মনু মিয়া। সে একটা অটোরিক্সা চালায় এবং মাঝে মাঝে দিন মুজিরী হিসাবে কাজ করেন। তাহার ১ মাত্র মেয়ে এখনো স্কুলে যাওয়ার সময় হয় নি। তাহার ১ ভাই ও ১ বোন লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে। একমাত্র তাহার আয়ের উপর সংসারের যাবতীয় খরছ চালিয়ে শিক্ষা, চিকিৎসার খরচ বহন করতে হিমশিম খেয়ে যায়। যার কারনে অনেক সময় দেখা যায় পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে এলাকার দোকান থেকে ঔষুধ সেবন করে জীবন পরিচালনা করতে হয়। দেখা যায় স্থানীয় দোকান থেকে ঔষুধ সেবনে কোন সুফল না পেয়ে জহির আলী সিকদার পাড়া গ্রামের নবজাতক শিশুর মাতা আমাদের স্বাস্থ্য পরির্দশক খানা পরির্দশনে গেলে দেখা করে আলিশার শারিরীক অসুস্থ বিষয় জানান, ৫ দিন যাবৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন ঠান্ডা জনিত রোগের সমস্যা নিয়ে। মাতা রুমা আকতার থেকে জানতে চাইলে জানান ভালো কোন ডাক্তার দেখানো হয়নি। তাহার মাতা স্বামীর মাধ্যমে নিজে স্থানীয় ঔষুধের দোকানে থেকে কিছু ঔষুধ নিয়ে সেবন করে বলে জানান, এতে তাহার সমস্যার কোন উন্নতি না হলে, অভাবের সংসারে নিত্যদিনের খরচ মিঠিয়ে ভালো কোন ডাক্তার দেখাতে না পেরে অসুস্থ অবস্থায় খুব বেশী চিন্তিত হয়ে পড়েন। এই সময় কোস্ট ফাউন্ডেশন সমৃদ্ধি কর্মসূচির

৪নং ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য পরিদর্শকা-জোসনা আরা তাহাকে আমাদের কোস্ট ফাউন্ডেশন পরিচালিত এমবিএস ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত স্যাটেলাইট ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়ার পরার্মশ দেন। পরার্মশ অনুযায়ী মাতা রুমা আকতার গত ১৩ই মার্চ ২০২৩ ইং তারিখ মেয়ে আলিশাকে নিয়ে যাওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাক্তার জনাবা জয়নাব বেগম-(এমবিবিএস) তাহাকে দেখে কিছু ঔষুধ ও পরার্মশ মূলক চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। গত ২৭/০৩/২০২৩ ইং তারিখ তাদের এলাকায় খানা পরিদর্শন করতে গিয়ে, অসুস্থ আলিশার শারীরিক অবস্থার খবর নেওয়া হয়। খবর নিয়ে দেখা যায় তাহারা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ি নিয়মিত ঔষুধ সেবনে সুস্থ হয়ে ওঠেন। চিকিৎসা সেবা নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে কোস্ট ফাউন্ডেশন এর প্রতি এবং স্বাস্থ্য পরিদর্শকা জোসনা আরার প্রতি কৃতজ্ঞা প্রকাশ করেন।

ছবি সংগ্রহে: শুভ দাশ- ১৩/০৩/২০২৩ ইং তারিখ

স্যাটেলাইট হতে চিকিৎসা সেবা নিয়ে সুস্থ শিশু তানিশা জান্নাত (২)

সাগরদ্বীপ উপজেলা কুতুবদিয়া উত্তর ধুরং ইউনিয়নে পল্লী র্কম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় কোস্ট ফাউন্ডেশন এর বাস্তবায়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়িত ১নং উত্তর ধূরুং ইউনিয়নের বাকখালী গ্রামের ৬নং ওয়ার্ডে জন্মগ্রহন করেন পিতা সাইফুল ইসলাম ও মাতা আছমাউল হোসনার ঘরে মেয়ে তানিশা জান্নাত (২) বছর বয়স চলমান মাত্র। তাদের সংসারে ১ ছেলে ১ মেয়ে মিলে ৬ জন সদস্য নিয়ে তাহার পরিবার। তাহাদের একমাত্র ছেলে তিনি ১ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত রয়েছেন। তাহার ১ বোন পড়া খেলা চালিয়ে যাচ্ছে মাদ্রাসায় আলিম ১বর্ষের ছাত্রী।

ছবি সংগ্রহে: মো: শাহিনুর রহমান- ০৯/০৩/২০২৩ ইং তারিখ

তাহাদের পরিবারে একমাত্র আয়ের উৎস পিতা সাইফুল ইসলাম। তিনি সাগরে মাছ মারা এবং লবণের মাঠের সময় লবণের মাঠে কাজ করে সংসারের যাবতীয় খরছ বহন করতে হয়। একমাত্র তাহার আয়ের উপর সংসারের যাবতীয় খরছ চালিয়ে শিক্ষা, চিকিৎসার খরচ বহন করতে হিমশিম খেয়ে যায়। যার কারনে অনেক সময় দেখা যায় পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে এলাকার দোকান থেকে ঔষুধ সেবন করে জীবন পরিচালনা করতে হয়। দেখা যায় স্থানীয় দোকান থেকে ঔষুধ সেবনে কোন সুফল না পেয়ে বাকখালী এলাকায় আমাদের স্বাস্থ্য পরিদর্শক রাজিয়া সোলতানা খানা পরিদর্শনে গেলে মাতা আছমাউল হোসনা স্বাস্থ্য পরিদর্শিকার সাথে দেখা করে মেয়ের শারীরিক অসুস্থার খবর জানান, মেয়ের শারীরিক অসুস্ততার বিষয় জানতে চাইলে প্রায় ১সপ্তাহ যাবৎ অসুস্থ হয়ে পাতলা পায়খানা করছে বলে জানান। তাহার মাতা আছমাউল হোসনা থেকে জানতে চাইলে তিনি জানান ভালো কোন ডাক্তার দেখায়নি, তিনি স্বামীকে দিয়ে স্থানীয় ঔষুধের দোকানে থেকে কিছু ঔষুধ নিয়ে সেবন করে বলে জানান, এতে পেঠের সমস্যার কোন উন্নতি না হলে, অভাবের সংসারে নিত্যদিনের খরচ মিঠিয়ে ভালো কোন ডাক্তার দেখাতে না পেরে অসুস্থ অবস্থায় খুব বেশী কষ্ট পাচ্ছেন তাদের পরিবার। এই সময় কোস্ট ফাউন্ডেশন সমৃদ্ধি কর্মসূচির ৬নং ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য পরিদর্শক- রাজিয়া সোলতানা- তাহাকে আমাদের কোস্ট ফাউন্ডেশন (এমবিবিএস) চিকিৎসকের দ্বারা পরিচালিত ফ্রি স্যাটেলাইট ক্লিনিকে যাওয়ার পরার্মশ দেন। পরার্মশ অনুযায়ী গত ৯ই মার্চ ২০২৩ ইং তারিখ নিয়ে যাওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাঃ জয়নব বেগম তাহাকে দেখে কিছু ঔষুধ ও পরার্মশ মূলক চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। গত ২৬/০৩/২০২৩ ইং তারিখ তাদের এলাকায় খানা পরিদর্শন করতে গিয়ে, অসুস্থ তানিশা এর পেঠের অবস্থার খবর নেওয়া হয়। খবর নিয়ে দেখা যায় তাহারা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ি নিয়মিত ঔষুধ সেবন ও খাবার তালিকা পরিবর্তন করে চালিয়ে গেলে সুস্থ হয়ে যায়। চিকিৎসা সেবা নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে কোস্ট ফাউন্ডেশন এর প্রতি এবং স্বাস্থ্য পরিদর্শক রাজিয়া সোলতানা এর প্রতি কৃতজ্ঞা প্রকাশ করেন।

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন সমৃদ্ধি টিমের পক্ষে । মো: দিদারুল ইসলাম, সমৃদ্ধি-কর্মসূচি সমন্বয়কারী মোবাইল-০১৭১৩-৩৬৭৪৪২ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কার্যালয়- ১নং উত্তর ধূরুং ইউনিয়ন পরিষদ, ৩য় তলা, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার।
didarmd@coastbd.net, web- www.coastbd.net **COAST Has Special Consultative Status With UN ECOSOC**